ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৭২ ● কলকাতা ● ১৮ আশ্বিন, ১৪৩১ ● শনিবার ● ০৫ অক্টোবর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

প্রিয়াঙ্কার বাড়িতে ইনকাম ট্যাক্সের হানা, দরজা খোলেন শহিদ!

পৃঃ ৫

মেসি ম্যাজিকে রেকর্ডের সামনে মিয়ামি

পৃঃ ৬

# কলকাতার বেশ কিছু দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** কলকাতার বেশ কিছু দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার ভার্চুয়ালি রাজ্যের অনেকগুলো পুজোর উদ্বোধন করেছেন। প্রয়াত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় যে পুজোর সঙ্গে জড়িত ছিলেন, সেই একডালিয়া এভারগ্রিনে উদ্বোধনে গিয়ে স্তোত্র পাঠ করার আগে ক্ষমা চেয়ে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা।জেলার দুর্গাপুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে রাজ্যের সরকারি এবং সরকার পোষিত স্কুলগুলির একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ট্যাব কেনার ১৬৫০ কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, সব মিলিয়ে ১৬ লক্ষ ৪৬ হাজার পড়ুয়াকে 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পে ওই সাহায্য করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব থেকে শারদোৎসবের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মহালয়ার দিন থেকে শহর, শহরতলি এবং জেলার একাধিক পুজোর উদ্বোধন শুরু করেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার গিয়েছিলেন কালীঘাট মিলন সংঘ, গড়িয়াহাট হিন্দুস্তান ক্লাব, ২১ পল্লি, বোসপুকুর তালবাগান, ৪১ পল্লি, অজেয় সংহতি, বড়িষা ক্লাব, বেহালা নূতন দল-সহ একাধিক পুজোর উদ্বোধন হয়েছে তাঁর হাত ধরে।তিনি জানান, আজকাল লোকজন ভুল ধরার জন্য বসে থাকেন। কিন্তু তিনি চণ্ডীপাঠ শিখেছেন বাবার কাছে। আর তাঁর মন্ত্রোচ্চারণের একটি ঘরানা আছে। সেটা কারও পছন্দ হতে পারে, কারও না-ও হতে পারে। সমাজমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন শুক্রবার তিনি ভবানীপুর শীতলা মন্দির, একডালিয়া এভারগ্রিন, সিংহি

এরপর ৩ পাতায়

# উৎসবের উপহার', বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে অভিষেকের দেওয়া গিফট

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** যেমন কথা তেমন কাজ। পুজোর আগে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুয়ারে উপহার' কর্মসূচির মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষকে উপহার পৌঁছে দিলেন ওই লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন বুথের দায়িত্বে থাকা তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা।এক্ষেত্রে অনেকেই মঞ্চে উঠে উপহার নেওয়াতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন না। আবার অনেক সময় নেতারা উপহার দেওয়ার মুহূর্তের ছবি তুলে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়ে দেন। যা সাধারণ মানুষের ভালো নাও লাগতে পারে। তাই সমস্ত দিক বিবেচনা করে এবারে বাড়ি বাড়ি গিয়ে উপহার পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন অভিষেক।

নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, গত ১০ দিনে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের দুয়ারে পৌঁছে যায় 'অভিষেকের উপহার'। প্রসঙ্গত, ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবার ৭ লক্ষেরও বেশি জয়লাভ করে রেকর্ড গড়েছেন তৃণমূল সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।পুজোর আগে সাংসদের কাছ থেকে উপহার পেয়ে বেজায় খুশি সকলে।

গত ২২ সেপ্টেম্বর এই 'উৎসবের উপহার' কর্মসূচি শুরু হয়। মহালয়ার দিন ২ অক্টোবরের মধ্যেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে গিয়ে উপহার পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। জানিয়ে রাখি ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা এলাকাতেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। গতবারও 'অভিষেকের উপহার' কর্মসূচির মাধ্যমে সাংসদ নিজে উপহার তুলে দিতেন আমজনতার হাতে। এবারে সেই পক্রিয়ায় সামান্য বদল আনা হয়েছিল শুধুমাত্র।প্রতিবারের মতো এবারেও পুজোর আগেই এলাকাবাসীর কাছে উপহার স্বরূপ নতুন বস্ত্র পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন অভিষেক। গতবার অভিষেক নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সকলের হাতে উপহার তুলে দিয়েছিলেন। এবার তার

এরপর ৩ পাতায়

# এক মাস দেরিতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ট্যাব কেনার অর্থ নবান্নের

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** রাজ্য সরকারের 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের প্রায় ১৬ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে ট্যাব কিনতে জন্য টাকা দেবে রাজ্য সরকার। শুক্রবার বিকেল থেকেই সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এই টাকা জমা পড়বে বলে বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে।এই টাকা দিয়ে পড়ুয়ারা লেখাপড়ার জন্য আদৌ ট্যাব কেনে কি না তা নিয়েও অনেক বার প্রশ্ন উঠেছে। বাঙুর ইনস্টিটিউশন হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক সঞ্জয় বড়ুয়া বলেন, "শিক্ষক দিবসে টাকা দেওয়ার কথা থাকলেও তা তখন স্থগিত রাখা হয়। আর পুজোর প্রাক্কালে পড়ুয়াদের ব্যাঙ্কে সেই টাকা দেওয়া হচ্ছে সরকারের তরফে। পড়ুয়ারা খুশিই হবে। তবে তারা সঠিক জিনিস কিনে তার সঠিক ব্যবহার করছে কি না অভিভাবকদের সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।"পুজোর আগেই সকলের অ্যাকাউন্টে তা ঢুকে যাওয়ার কথা।

করোনা অতিমারির পরে ২০২১ সালে রাজ্য সরকার এই প্রকল্প চালু করে। প্রত্যেক বছর শিক্ষক দিবসের দিনে অর্থাৎ, ৫ সেপ্টেম্বর দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। এ বছর শুধু দ্বাদশ নয়, একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদেরও টাকা দেওয়া হচ্ছে। এই সিদ্ধান্তের কথা বিধানসভায় বাজেট পেশের সময়েই জানানো হয়েছিল। এ জন্য অতিরিক্ত ৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দও করেছিল অর্থ দফতর।আরজি কর-কাণ্ডের জেরে বিক্ষোভের আবহে চলতি বছরে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান বাতিল করে রাজ্য সরকার। সেই সঙ্গে বাতিল হয় ৫ সেপ্টেম্বর থেকে 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পের অর্থ বিলি। শেষ মুহূর্তে বিলি বন্ধের সিদ্ধান্ত হলেও প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল শিক্ষা দফতর। রাজ্যের সব জেলার ট্রেজvwii 87wU A¨vKvD‡›U †gvU 1,333 †KvwU 57 jvL 90

এরপর ৩ পাতায়


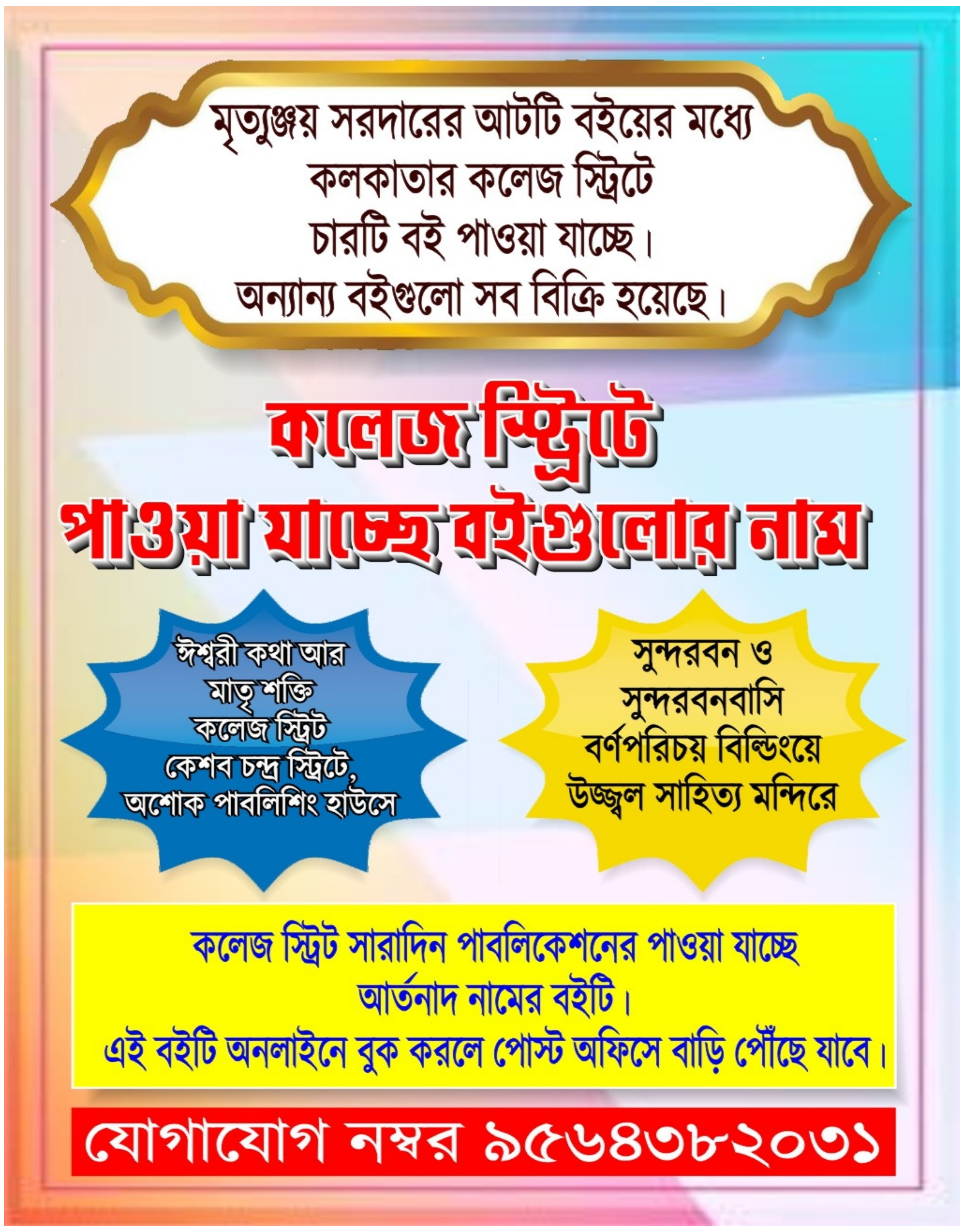

## বাংলা ভাষা সহ একাধিক ভাষাকে

# ধ্রুপদী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিল কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফ থেকে বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই স্বীকৃতি পাওয়ার ফলে বাংলা ভাষার জন্য অনেক সুবিধা পাওয়া যাবে। এবার থেকে বাংলা ভাষার বিশেষজ্ঞদের জন্য দুটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার দেবে। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। সেন্টার ফর এক্সিলেন্স প্রতিষ্ঠা করে বাংলা ভাষাকে বিশেষভাবে পড়ানো হবে তার ফলে প্রত্যেক কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষার প্রচার হবে। বাংলা ছাড়াও প্রাকৃত,অসমীয়া, মারাঠি এবং পালি ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসাবে মর্যাদা দেবার জন্য বহুদিন ধরে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা লড়াই করে চলেছেন। এই বিষয়ে অনেকে মুখরও হয়েছিলেন। তবুও বাংলার মতো সমৃদ্ধ সৃষ্টিকর্মের ভাষা ধ্রুপদীর ভাষা হিসেবে ঠাঁই পায়নি। তাই বাংলা ভাষার প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার অভিযোগও একাধিকবার উঠেছে। অবশেষে বাংলা ভাষার মুকুটে নতুন পালক বসানো হলো। স্বীকৃতি মেলার পর এবার থেকে বাংলার প্রাচীন পুঁথি এবং অন্যান্য লেখা সংরক্ষণের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রাচীন গ্রন্থগুলো ডিজিটাল করা হবে। বাংলা ভাষার চর্চা করতে তৈরি হবে বিশেষ গবেষণা কেন্দ্র। বাংলা নিয়ে উচ্চশিক্ষায় গেলে পড়ুয়ারা বৃত্তি পাবেন। বাংলার সঙ্গে যুক্ত সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বাংলা ভাষার সঙ্গে জড়িত স্থাপত্য বিশেষ ভবনগুলোকে পর্যটকদের কাছে আরো আকর্ষণীয় করা হবে। ধ্রুপদী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পাবার পর বাংলা ভাষা নিয়ে একাধিক অনুষ্ঠান যেমন আয়োজন করা হবে তেমনি বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতেও বাংলা পড়ানোর জন্য বিশেষ কোর্স থাকবে। এমনকি বাংলা নিয়ে পড়াশোনা করলে কর্মসংস্থানের ও সুযোগ বাড়বে।

## মধ্যপ্রাচ্যের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি নিয়ে

# ক্যাবিনেট কমিটির বৈঠকে উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** মধ্যপ্রাচ্যের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি নিয়ে বৃহস্পতিবার ক্যাবিনেট কমিটির বৈঠকে আলোচনা হয়। মধ্যপ্রাচ্যের এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে বাণিজ্য এবং তেল আমদানি কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তার যে দেশে কেমন প্রভাব পড়বে, সেই নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয় ক্যাবিনেট কমিটির বৈঠকে। পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি ক্রমেই আশঙ্কাজনক হয়ে উঠছে। তাই ওয়াকিবহল মহল মনে করছে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি যেভাবে বেড়ে উঠছে তাতে সংঘাত আরো বাড়তে পারে। এর জেরে অশান্তির আঁচ ভারতেও লাগতে পারে।

বিবাদমান দেশগুলো নতুন দিল্লির তরফে বার্তা দিয়ে একাধিকবার জানানো হয়েছে যে যুদ্ধ থামিয়ে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করুক। কিন্তু ইজরায়েল - ইরানের মত দেশগুলো এক চুলও নড়তে নারাজ। তেল আতিভ লক্ষ্য করে তেহরান হামলা চালিয়েছে মঙ্গলবার। এই পরিস্থিতিতে ভারত যথেষ্ট উদ্বিগ্ন কারণ যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে ব্যাপকভাবে তেলের দাম বাড়তে শুরু করেছে। এর প্রভাব ভারতেও পড়েছে। ভারত ইরানের মত দেশ থেকে তেল আমদানি করে। তাই তেলের দাম বাড়ার ফলে দেশে মূল্যবৃদ্ধি বাড়বে। এছাড়াও সমুদ্রপথে বাণিজ্য ব্যাহত হবে। এই জরুরী কেবিনেট বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, বিদেশ মন্ত্রী এস জয় শংকর এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

# আহত বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং

**বেবি চক্রবর্ত্তী: উত্তর ২৪ পরগনা: নিউজ সারাদিন :** পুজোর মুখেই ফের রণক্ষেত্র হয়ে উঠল বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের এলাকা জগদ্দল। অর্জুন সিংয়ের বাড়ি লক্ষ্য করে চলল গুলি, বোমাবাজি। বোমার আঘাতে আহতও হয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ। এমনই দাবি তাঁর। তবে, তিনি আপাতত বাড়িতেই আছেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছেছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, পুলিশের সামনেই গুলি-বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। শুক্রবার সকালে বেশ কয়েকটি বাইক নিয়ে অর্জুন সিংয়ের বাড়ির সামনে এসেছিল একদল দুষ্কৃতী। আচমকাই তারা বোমাবাজি করতে শুরু করে বলে অভিযোগ। বেশ কয়েক রাউন্ড গুলিও চলে। বোমা-গুলির আওয়াজে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন প্রাক্তন সাংসদ। সেই সময়ই বোমার স্প্লিন্টার ছিটকে এসে লাগে অর্জুন সিংয়ের পায়ে।

অর্জুনের উপর হামলার জেরে জগদ্দলের মেঘনা মোড় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। অর্জুন বলেন, ”আমি বাড়ির ভিতরে ছিলাম। আমার নিরাপত্তারক্ষী এবং কর্মীদের উপর ইট, বোমা ছোড়া হয়। গুলিও চলে। বিধায়ক বসেছিলেন। তাঁর উপরেও হামলা হয়। আমার পায়ে বোমার স্প্লিন্টার লেগেছে। ২০২১ সালেও অর্জুনের বাড়ি মজদুর ভবনে হামলা হয়েছিল। সেই ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব পেয়েছিল এনআইএ। বিজেপি নেতা অর্জুনের অভিযোগ ছিল, ভবানীপুরের উপনির্বাচনে দলীয় পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালনের কারণেই ওই হামলা হয়েছিল। ওই উপনির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যারাকপুরের তৎকালীন বিজেপি সাংসদ অর্জুন নিজেই ওই ঘটনার কয়েক মাস পরে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু এ বার লোকসভা ভোটে টিকিট না পেয়ে বিজেপিতে ফিরে যান তিনি। যদিও বিজেপির টিকেটে দাঁড়িয়েও জিততে পারেননি ব্যারাকপুরে।

## পুজোর পরেই নতুন রাজ্য সভাপতি

# নাম ঘোষণা হতে চলেছে বিজেপির পক্ষ থেকে

**বেবি চক্রবর্ত্তী: দিল্লী: নিউজ সারাদিন :** পুজোর পর রাজ্যে বিজেপির সভাপতি পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের তলবে সম্প্রতি দিল্লিতে আসেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। দীর্ঘ বৈঠকের পর রাজ্য বিজেপির পরবর্তী সভাপতির বিষয়ে আলোচনা হয়।দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার চূড়ান্ত অনুমোদন পেলেই নতুন সভাপতির নাম ঘোষণা করা হবে। যদিও বৈঠকটির বিষয় নিয়ে বিজেপি মুখে কুলুপ এঁটে আছে, তারা জানিয়েছে, এটি শুধুমাত্র একটি সাংগঠনিক বৈঠক।নতুন সভাপতির জন্য ইতিমধ্যেই তিনটি নাম নিয়ে আলোচনা চলছে: সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাত, জগন্নাথ সরকার এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরী। অমিত শাহের সঙ্গে বঙ্গ বিজেপির নেতৃত্বের বৈঠকে এই তিনটি নামই উঠেছে বলে জানা গেছে।

## আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক আইডিএফসি লিমিটেডের সাথে

# একীভূতকরণের সফল সমাপ্তির ঘোষণা করেছে

**মুম্বাই, ২০২৪: নিউজ সারাদিন :** আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক, আজ অনুষ্ঠিত তার বোর্ড সভায় আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্কের সাথে আইডিএফসি লিমিটেডের একীভূতকরণের সমাপ্তির ঘোষণা করেছে, সমস্ত প্রয়োজনীয় শেয়ারহোল্ডার এবং নিয়ন্ত্রক অনুমোদন প্রাপ্তির পর, ০১ অক্টোবর, ২০২৪ থেকে কার্যকর হবে।

একীভূতকরণের ফলে, আইডিএফসি লিমিটেডের শেয়ারহোল্ডাররা রেকর্ড তারিখ, অক্টোবর ১০, ২০২৪ অনুযায়ী প্রতি ১০০টি ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য ব্যাঙ্কের ১৫৫টি ইক্যুইটি শেয়ার পাবেন। শেয়ারগুলি এই শেয়ারহোল্ডারদের কাছে ৩১ অক্টোবর, ২০২৪ বা তার আগে জমা দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে, মুলতুবি নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া এবং ছাড়পত্র।

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্কের একীকরণের সুবিধাগুলি নিম্নরূপ:

১. সরলীকৃত কর্পোরেট স্ট্রাকচার: একত্রিত হওয়ার পরে, কোন হোল্ডিং কোম্পানি ছাড়াই ব্যাংকে একটি সরলীকৃত কর্পোরেট স্ট্রাকচার থাকবে।

২. সরলীকৃত শেয়ারহোল্ডিং স্ট্রাকচার: শেয়ারহোল্ডিং স্ট্রাকচার হবে অন্যান্য নেতৃস্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক ভারতীয় প্রাইভেট সেক্টর ব্যাঙ্কগুলির মতো যেগুলির কোনও প্রোমোটার হোল্ডিং নেই। ব্যাংক প্রফেশনালি পরিচালিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে অব্যাহত থাকবে।

৩. ক্যাশ এবং ক্যাশ সমতুল্য: একীভূতকরণের অংশ হিসাবে, প্রায় ।₹ ৬০০ কোটি ক্যাশ এবং ক্যাশ সমতুল্য ব্যাঙ্কে প্রবাহিত হবে।

৪. অউটস্টান্ডিং পেড আপ শেয়ার হ্রাস: আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্কে আইডিএফসি লিমিটেডের হাতে থাকা ২,৬৪,৬৪,৩৮,৩৪৮ ইক্যুইটি শেয়ারগুলি বকেয়া পরিশোধিত শেয়ারগুলির হ্রাসের অংশ হিসাবে বাতিল করা হবে। বিনিময়ে, আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক সম্মত অদলবদল অনুপাতের ভিত্তিতে আইডিএফসি লিমিটেডের শেয়ার হোল্ডারদের ২,৪৭,৯৯,৭৫,৮৭৬ নতুন ইক্যুইটি শেয়ার ইস্যু করবে। তাই ব্যাংকের পরিশোধিত শেয়ার মূলধনে ১৬,৬৪,৬২,৪৭২ ইক্যুইটি শেয়ার হ্রাস পাবে এবং ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ৭,৪৮,২৭,৩১,৯৯১ শেয়ার থেকে কমে লেনদেনের পরে ৭,৩১ ,৬২,৬৯,৫১৯ ইক্যুইটি শেয়ার হবে।

৫. লভ্যাংশ প্রদানের যোগ্য: মূলত উত্তরাধিকার অবকাঠামো এবং কর্পোরেট লোন অ্যাকাউন্টের কারণে ব্যাংকের প্রাথমিক বছরগুলিতে পোস্ট করা লোকসানের কারণে এবং গুডউইল রাইট অফের কারণে, ব্যাঙ্কের লোকসান পুঞ্জীভূত হয়েছিল। এটি শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদানের জন্য ব্যাংকের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করেছিল। একীভূতকরণ প্রকল্পের অংশ হিসাবে ব্যাঙ্কের পুঞ্জীভূত ক্ষতি ব্যাঙ্কের সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্টের বিপরীতে সেট করা হবে। এটি এখন ব্যাংককে ভবিষ্যতে লভ্যাংশ প্রদানের সুযোগ অন্বেষণ করতে সক্ষম করবে।

৬. নিয়ন্ত্রক সম্মতিগুলির একীকরণ এবং সুবিন্যস্ত-করণ।

৭. ভারত একটি দ্রুত বর্ধনশীল দেশ, এবং এই ধরনের প্রবৃদ্ধি আগামী কয়েক দশকে প্রচুর সুযোগ উন্মুক্ত করবে। একটি সরলীকৃত শেয়ারহোল্ডিং এবং কর্পোরেট কাঠামো, এবং ব্যাঙ্কে তৈরি শক্তিশালী ক্ষমতা এবং ব্র্যান্ড এবং একটি ইউনিভার্সাল ব্যাঙ্কের পরিষেবাগুলির সম্পূর্ণ পরিসীমা সহ, ব্যাঙ্কটি ভারতের অফার করা বিশাল সুযোগগুলির সাথে বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত।

একীভূতকরণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে, আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেডের এমডি এবং সিইও শ্রী বৈদ্যনাথন বলেছেন: "আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক এবং আইডিএফসি লিমিটেডের মধ্যে আজ একীভূত হওয়ার ঘোষণা গত ২ বছরের তীব্র কাজকে বন্ধ করে দিয়েছে। আমি আইডিএফসি লিমিটেডের জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই কাঠামোটি সরল করার জন্য এবং ডেকগুলি পরিষ্কার করার জন্য এবং ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য, যা একত্রীকরণকে একত্রিত করতে সাহায্য করেছিল। আমি সমস্ত নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষকে তাদের চমৎকার দিকনির্দেশনা এবং সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানাই যার ফলে এই একীভূতকরণ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

১-ম পাতার পর

# কলকাতার বেশ কিছু দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পার্ক, বালিগঞ্জ কালচারাল, সমাজসেবী সংঘ, হিন্দুস্থান পার্ক, শিব মন্দির, মুদিয়ালি, ৬৬ পল্লী, বাদামতলা আষাঢ় সংঘ, ত্রিধারা সম্মিলনীর পুজোর উদ্বোধন করেছেন। এ ছাড়া ভার্চুয়ালি জেলার ৪০০টির দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ফেসবুকে লেখেন, "প্রতি বছর মায়ের পুজো উদ্বোধন করলে মনেপ্রাণে এক অপার শান্তি অনুভব করি। মা সকলকে ভালো রাখুক এই আমার প্রার্থনা।"

একডালিয়া এভারগ্রিনের পুজোর উদ্বোধনের আগে সেখানে রাজ্যের প্রয়াত মন্ত্রী সুব্রতের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য দেন মুখ্যমন্ত্রী। আবার পরিচিতদের সটান জানিয়ে দেন, 'সুব্রতদা'র মূর্তিটা ঠিক ভাবে তৈরি হয়নি। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, "আমার মূর্তিটা পছন্দ হয়নি। মুখটা ঠিক মতো করতে পারেনি। কে যে করেছেন!" ওই পুজোর উদ্বোধনের সময়ও বার বার মমতার কথায় উঠে এসেছে সুব্রত-প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, "পুজোর এক মাস আগে থেকে নবান্নে গিয়ে বলতেন, 'বল, কবে যাবি এভারগ্রিন?' যত ক্ষণ 'টাইম' না পেতেন, বসে থাকতেন। দেখুন, আজ সবই আছেন। শুধু আমাদের প্রাণের মানুষটা চলে গিয়েছেন।" তার পর স্তোত্র পাঠ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ইচ্ছা থাকলেও অন্যত্র করা সম্ভব হয়না। কিন্তু প্রতি বার 'সুব্রতদা' তাঁকে অনুরোধ করতেন। সে জন্য স্তোত্র পাঠ করবেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "ওঁর কথা মনে রেখেই পড়ছি...।" পর ক্ষণেই মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, "বলব কী, বললেই তো আবার অনেকে ভুল ধরেন।" মুখ্যমন্ত্রী ব্যাখ্যা দেন, "দেখুন, এক একটা মন্ত্রের শাস্ত্রে এক এক রকম উচ্চারণ আছে। এক একটা সঙ্গীতে এক এক রকম ধারা আছে। আমি যেটা বলি, সেটা আমার ঘরানা থেকে বলি। এই ঘরানা কারও পছন্দ হতে পারে। কারও না-ও হতে পারে। যাঁর পছন্দ হবে না, আমি তাঁর কাছে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।" তিনি আরও বলেন, "আমি স্তোত্রপাঠ শিখেছি আমার পিতৃদেবের কাছে। উনি রোজ চণ্ডীপাঠ করতেন। এক সময় তো বেলুড়ের শান্তনু মহারাজ চতুর্থীর দিন আমার বাড়িতে চণ্ডীপাঠ করতেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম (স্তোত্র পাঠ নিয়ে)। তিনি বলেছিলেন, 'ঠিক আছে'।"

জেলার দুর্গাপুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে রাজ্যের সরকারি এবং সরকার পোষিত স্কুলগুলির একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ট্যাব কেনার ১৬৫০ কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, সব মিলিয়ে ১৬ লক্ষ ৪৬ হাজার পড়ুয়াকে 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পে ওই সাহায্য করা হচ্ছে।

১-ম পাতার পর

# এক মাস দেরিতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ট্যাব কেনার অর্থ নবান্নের

হাজার টাকা খরচের নির্দেশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ঠিক ছিল শিক্ষক দিবসে পড়ুয়াদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো শুরু হবে। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে সেই পরিকল্পনা বাতিল করে শিক্ষা দফতর। সব ট্রেজ[illegible]ারিকে সে ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে কেন এই সিদ্ধান্ত বদল, তা স্পষ্ট করা হয়নি সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে। শুধু জানানো হয়, 'প্রশাসনিক কারণে' এই সিদ্ধান্ত। পরে সেই টাকা দেওয়া হবে কি না বা দিলে তা কবে, সে ব্যাপারে তখনও পর্যন্ত কিছু জানানো হয়নি।এই খবর আনন্দবাজার অনলাইনে প্রকাশিত হয় গত ৩ সেপ্টেম্বর। এর পরে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের উপসচিব ভূপালচন্দ্র হালদার বলেন, "এই প্রকল্প বন্ধ হচ্ছে না। পিছিয়ে গিয়েছে। কিছু প্রশাসনিক কারণে আপাতত বরাদ্দ টাকা ফেরত নেওয়া হয়েছে।" তবে কত দিনের জন্য পিছিয়েছে এবং কবে টাকা দেওয়া হবে সে ব্যাপারে তিনি কিছু জানাননি। শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা যায়, টাকা দেওয়া বাতিলের খবর প্রকাশের পরেই নতুন করে উদ্যোগী হয় শিক্ষা দফতর। ঠিক করা হয়, এক মাস পরে তা কার্যকর হবে। সেই মতোই এ বার সে ভাবে কোনও ঘোষণা ছাড়াই শুরু হচ্ছে টাকা বিলি। শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, পুজো শুরু হওয়ার আগেই যাতে সকলে টাকা পেয়ে যান, সেই চেষ্টা করা হচ্ছে।এই টাকা দেওয়া নিয়ে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল বলেন, "বর্তমান পরিস্থিতিতে পুজোর ঠিক আগে ট্যাব কেনার জন্য প্রায় ১৬ লক্ষ পরিবারের কাছে ১০ হাজার টাকা করে পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বইকি। প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা দিয়ে বিদ্যালয় শিক্ষার বুনিয়াদি কাঠামোর অনেক উন্নয়ন করা যেত। যেটা সরকার চাইছে না। এই মোবাইল কেনার টাকা দেওয়ার কোনও প্রয়োজনীয়তা এখন নেই। এটা সরকারি তহবিলের অপচয় বলে আমরা মনে করি।"

এই টাকা দিয়ে পড়ুয়ারা লেখাপড়ার জন্য আদৌ ট্যাব কেনে কি না তা নিয়েও অনেক বার প্রশ্ন উঠেছে। বাঙুর ইনস্টিটিউশন হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক সঞ্জয় বড়ুয়া বলেন, "শিক্ষক দিবসে টাকা দেওয়ার কথা থাকলেও তা তখন স্থগিত রাখা হয়। আর পুজোর প্রাক্কালে পড়ুয়াদের ব্যাঙ্কে সেই টাকা দেওয়া হচ্ছে সরকারের তরফে। পড়ুয়ারা খুশিই হবে। তবে তারা সঠিক জিনিস কিনে তার সঠিক ব্যবহার করছে কি না অভিভাবকদের সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।"

১-ম পাতার পর

# উৎসবের উপহার', বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে অভিষেকের দেওয়া গিফট

বদলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে উপহার তুলে দিয়ে আসা হয়। এই বিষয়ে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা জানিয়েছিলেন, এবারে সাংসদ হওয়ার পর আমতলার দলীয় কার্যালয়ে ভোটারদের ধন্যবাদ জানাতে বৈঠক করেছিলেন অভিষেক। সেই বৈঠকেই সাধারণ মানুষ কেন মঞ্চে দাঁড়িয়ে নেতাদের হাত থেকে উপহার নেবেন সেই প্রশ্ন তোলেন।

# নবদ্বীপের ১৯২৯ফুট গৌরাঙ্গ সেতুর পুনরায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট সমস্যা, যানবহান নিয়ন্ত্রনে পুলিশ

**অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ : নিউজ সারাদিন :** গৌরাঙ্গ সেতুর দৈর্ঘ্য ১৯২৯ ফুট ।দুই বছরের মাথায় একই সমস্যায় নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ সেতু। ফের বড়সড়ো ফাটল, নিরাপত্তার স্বার্থে পূর্ত দপ্তর এবং পুলিশ প্রশাসন ভারী যান চলাচল বন্ধ করলো। নবদ্বীপের ভাগীরথী গঙ্গার উপর দিয়ে ব্যস্ততম এই সেতুর প্রায় মাঝখানে কিছু অংশ বসে যাওয়ায় বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই যানবাহন চলাচল করার অসুবিধা দেখা দিয়েছে। ব্যস্ততম এই সেতুটি নদীয়ার সঙ্গে বর্ধমান এবং কলকাতার সহ দক্ষিণবঙ্গ উত্তরবঙ্গের যোগাযোগের ক্ষেত্রে অন্যতম। ২০১৬ এবং ২০২১ সালের পর আবার ২০২৪ একই সমস্যায় দেখা দিয়েছে। আটের দশকে নির্মিত গৌরাঙ্গ সেতুর এই নিয়ে তিনবার একই ধরনের সমস্যা দেখা দেওয়ায় চিন্তিত ইঞ্জিনিয়াররা। খবর পাওয়া মাত্রই পূর্ত দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নদীয়া হাইওয়ে ডিভিশন ওয়ান বুলবুল ইসলাম ঘটনাস্থলে পরীক্ষা করার জন্য পৌঁছান।

পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা পরীক্ষা করার পর দুপুরে বলেন খুব বড় কিছু নয়, চিরুনির মতো দেখতে লোহার তৈরি "ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপ্যানশন" জয়েন্টের এক জায়গায় কয়েক ইঞ্চি উঁচু-নিচু হয়ে গিয়েছে। ভারি গাড়ি চলাচল করলেই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে দুই অংশ ওঠানামা করায় দুলুনি ভাব অনুভব হচ্ছে।

ইঞ্জিনিয়াররা বলেন আপাতত যে অংশে সমস্যা দেখা দিয়েছে ব্যারিকেড করে রাখা হয়েছে। পাশ দিয়ে হালকা যানবাহন চলাচল করবে। ভারী যানবাহন নিয়ম করে আস্তে আস্তে যাতায়াত করবে সে রকম যাতে জটিল অসুবিধায় পড়তে না হয় তার জন্য ২৪ ঘন্টা নজরদারি থাকবে। কাজ শেষ হতে কতদিন লাগবে তা কিছু বলেননি পূর্ত দপ্তরের আধিকারিক। ঘটনাস্থল দিয়ে বর্ধমান যাচ্ছিলেন কৃষ্ণনগরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রিসভার সদস্য মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস। সেতুর এই ধরনের দুর্ঘটনার কারণে তিনি যানজটে আটকে যান এবং সেতুতে নেমে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস বলেন, এই সেতুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, পুজোর মরশুমে মানুষ যাতে সমস্যায় না পড়ে সেজন্য দ্রুত কাজ করতে বলা হয়েছে। ভারী যান চলাচলের জন্য লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। নবদ্বীপ পুলিশ এবং ট্রাফিক পুলিশ নজরদারি রাখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পরিদর্শনে আসেন নদীয়া জেলাশাসক এস অরুন প্রসাদ। বৃহস্পতিবার সারাদিনরাত ব্যাপী যানজটের সমস্যায় ভুক্ত হয় সাধারণ মানুষকে। যতদিন ওই অংশ মেরামত না হবে ততদিন সেতু দিয়ে ভারী যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। নিত্যযাত্রীসহ সাধারণ মানুষ দাবি করছেন সেতুর উপর প্রচন্ড চাপ বেড়ে যাওয়ায় মাঝেমধ্যেই বিকলঙ্গ হয়ে পড়ছে, ব্যস্ততম রাস্তায় আরেকটি সেতুর প্রয়োজন ওয়ানওয়ে পদ্ধতিতে যানবাহন চলাচল করবে। গৌরাঙ্গের জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র তথা হেরিটেজ শহর নদীয়ার নবদ্বীপের এই গৌরাঙ্গ সেতুর প্রতি রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দ্রুত নজর দেওয়া প্রয়োজন।

# বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদে নিউ ইয়র্কের হাডসন নদীতে অভিনব প্রতিবাদ

**বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন :** বাংলাদেশে হিন্দু গণহত্যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য আমেরিকার নিউইয়র্কের হাডসন নদীতে বিশ্ব হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রতিবাদ দেখানো হয়েছে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের গণহত্যায় ২৮ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল যার বেশির ভাগই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। ২লক্ষের বেশি নারীদের যৌন নির্যাতন করা হয়েছিল। তখন বাংলাদেশে জনসংখ্যা ২০ শতাংশ থাকলেও সেই জনসংখ্যা এখন কমে ৯ শতাংশ হয়েছে। দাঙ্গা, অপহরণ এবং জোরপূর্বক পদত্যাগের ঘটনা আজও সামনে আসছে। চলতি বছরের আগস্ট মাস থেকে হিন্দুদের ওপর ২৫০ টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের বাংলাদেশে গণহত্যাকে সবচেয়ে বড় গণহত্যা বলে স্বীকৃতি দেবার সময় এসেছে বলে অনেকে মনে করছেন। পঙ্কজ মেহেতা এবং সিতাংশু গুহ জাতিসংঘের কাছে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন এই ঘটনাকে গণহত্যা হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

# ভিটেমাটি হারিয়ে অসহায় ভাবে দিন কাটছে প্রায় দুই শতাধিক পরিবারের

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ভিটেমাটি হারিয়ে অসহায় ভাবে দিন কাটছে প্রায় দুই শতাধিক পরিবারের। ভাঙ্গন আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়েছে ।ছোট ছোট শিশুদের বুকে জাপটে ধরে চোখের জল ফেলে রাত কাটছে মায়েদের। মালদার মানিকচক ব্লকের গোপালপুর অঞ্চলের কামালতিপুর এলাকায় মুহূর্তের মধ্যে বিঘার পর বিঘা জমি তলিয়ে যাচ্ছে গঙ্গা বক্ষে বলে অভিযোগ ।অহরহ গঙ্গা তান্ডব লীলা চালিয়ে যাচ্ছে। কামালতিপুর এলাকায় প্রায় সাড়ে পাঁচশো টি পরিবার রয়েছে। এর মধ্যে দুইশতাধিক পরিবার নিজের বাড়ি ঘর ভেঙে অন্যত্র যাওয়ার অপেক্ষায়। কিন্তু কোথায় যাবেন? দুশ্চিন্তায় মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না ।প্রশাসন থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিরা কামালতিপুর এলাকায় পা দেননি বলে অভিযোগ।

পরিবারের সঙ্গে সুখে শান্তিতে থাকার জন্য কতইনা শখে বাড়ি বানিয়েছিলেন কামালপুর বাসী। একটা দুটো নয়, পরপর অনেক গুলো নিজের শখের বাড়ি নিজের হাতেই ভেঙে ফেলছেন। পুনর্বাসনের দাবি করছেন ভাঙ্গন কবলিতরা।

অপর এক ভাঙ্গন দুর্গত মোহাম্মদ নঈম উদ্দিন বলেন,' এই বৃষ্টি বাদলে আমরা খোলা আকাশের নিচে রয়েছি। নদী কাটছে। ফিটে মাটি কাটছে এখন আমরা কোথায় যাব?

# মারাঠী, পালি, প্রাকৃত, অসমিয়া এবং বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দানের সিদ্ধান্তের প্রশংসায় প্রধানমন্ত্রী

**নয়াদিল্লি, ০৩ অক্টোবর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন :** প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মারাঠি, পালি, প্রাকৃত, অসমিয়া এবং বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দানের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন। এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, মন্ত্রিসভার এই অনুমোদনের পর অসমিয়া ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পাবে। অসমিয়া সংস্কৃতি শত শত বছর ধরে বিকশিত হয়ে আসছে এবং এর সমৃদ্ধ সাহিত্যিক ঐতিহ্য রয়েছে। আগামী দিনগুলিতে এই ভাষা আরও জনপ্রিয়তা লাভ করবে। আমার অভিনন্দন।"

"আমি অত্যন্ত খুশি যে, মহান বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, আর তাও পবিত্র দুর্গা পূজার সময়েই। বাংলা সাহিত্য অসংখ্য মানুষকে বছরের পর বছর ধরে অনুপ্রাণিত করে আসছে। এই উপলক্ষে বিশ্ব জুড়ে সকল বাংলা ভাষাভাষী-কে অভিনন্দন জানাই।"

"মারাঠী ভাষা আমাদের গর্ব। এই ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দেওয়ায় অভিনন্দন। এটি আমাদের দেশের ইতিহাসে মারাঠীদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক অবদানের স্বীকৃতি। ভারতীয় ঐতিহ্যে মারাঠী ভাষা বরাবরই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে।

আমি নিশ্চিত যে, ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতির ফলে আরও অনেক মানুষ এই ভাষা সম্পর্কে জানতে আরও উৎসাহী হবেন।"

"পালি ও প্রাকৃত ভাষা হ'ল - ভারতীয় সংস্কৃতির শিকড়। এই ভাষা দুটি অধ্যাত্মবোধ, জ্ঞান ও দর্শনের ভাষা। এগুলি সাহিত্যগত পরম্পরার জন্যও পরিচিত। ভারতের ভাবনা, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের উপর এই ভাষা দুটির প্রভাবকে ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতির মাধ্যমে সম্মানিত করা হবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্তের ফলে আরও বহু মানুষ এই ভাষাগুলি সম্পর্কে জানতে ও শিখতে উৎসাহী হবেন। এটি একটি আনন্দের মুহূর্ত!"

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৭২ সংখ্যা ০৫ অক্টোবর, ২০২৪ শনিবার ১৮ আশ্বিন, ১৪৩১

## সম্পাদকীয়

# অপেক্ষা আর মাত্র ৩-৪ বছরের, ভারতের আকাশে হানা দিলেই মুহূর্তে ধ্বংস হবে শত্রুর মিসাইল

রাস্তায় হঠাৎ বৃষ্টি নামলে আমরা কী করি? আশপাশে কোনও ছাদ বা শে ার দেখলে তার নিচে দাঁড়িয়ে যাই। সেরকমই আমার, আপনার, সব ভারতীয়র জন্য এক ছাদ তৈরির কাজ চালাচ্ছে ডিআরডিও। যার পোশাকি নাম অল ইউটিলিটি অল ওয়ে ওয়েপন ডিফেন্স সিস্টেম। আকাশ, জল ও মাটি থেকে যে কোনও মিসাইল হামলা রুখে দেওয়ার মতো ছাদ বা ওয়েপেন সিস্টেম তৈরি করছে ভারত।বিষয়টা কি একটু বেশিই উচ্চাকা খা হয়ে যাচ্ছে না? প্রশ্নের উত্তরে ডিআরডিও চিফ বললেন, "আজ থেকে কয়েক দশক আগে অগ্নি প্রকল্প যখন শুরু হয়েছিল, তখন ভারত মিসাইল তৈরি করতেই পারত না। এখন তো আমরা ১২ হাজার কিলোমিটার পাল্লার মিসাইল তৈরির কথা ভাবছি।ব্র সকে আরও উন্নত করার কথা ভাবছি। তা হলে অল ইউটিলিটি অল ওয়েপেন ডিফেন্স সিস্টেমের কথা ভাবব না কেন? আর এ পথে কিছুটা সাফল্য তো আগেই এসেছে। ভারতের তৈরি ক্ষেপণাস্ত্র এখন শত্রুর ব্যালেস্টিক মিসাইলকে আকাশে ধ্বংস করে শত্রুর দিকে পা া আঘাত হানতে পারে।" তাঁর দাবি, তাই সব ঠিকঠাক চললে আগামী তিন-চার বছরের মধ্যেই নিজস্ব মিসাইল ডিফেন্স তৈরি করে ফেলবে আমাদের দেশ। সে ভরসা আমরা রাখতেই পারি।শত্রুর হামলা ঠেকানো এবং পা া হামলা। দু'টোই সমানতালে করবে সে। ডিআরডিও চিফ সমীর কামাথ জানিয়েছেন, সাধারণ মিসাইল ডিফেন্সের চেয়ে এগিয়ে থাকা তো বটেই, এমনকি সময়ের চেয়েও এগিয়ে থাকা এক প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে ভারত।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই ডিফেন্স সিস্টেম শুধু মিসাইল নয়। ড্রোন, যুদ্ধবিমানের পাশাপাশি ছোট মাপের আক্রমণকেও চি ত করতে পারবে। মিসাইল হামলা ঠেকাতে আয়রন ডোম কীভাবে বারবার ইজরায়েলের সহায় হয়েছে, ইরানি হামলা ঠেকাতে ইজরায়েল ও আমেরিকার তৈরি অ্যারো ও ডেভিড কী কামাল করলো, মার্কিন প্যাট্রিয়টের ক্ষমতা কতটা, সবই নিয়েই দুনিয়ায় চর্চার অন্ত নেই। আলাদা, আলাদা সব মিসাইল ডিফেন্স। আলাদা, আলাদা কাজ। কোনটা কম পাল্লার মিসাইলের জন্য কার্যকর আবার কোনওটা ড্রোন হামলাকে চি ত করতে পারে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে এখন ভারত এর সবগুলোকে একটাই সিস্টেমে জুড়তে চাইছে।ডিআরডিও চিফ বেশ জোরের সাথেই বললেন, "এমন একটা ডিফেন্স সিস্টেম তৈরি করা অবশ্যই সম্ভব। আমরা সেব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছি বলেই কাজে হাত দিয়েছি। ভারত এখনও শক্তিশালী কোনও এয়ার প্রোটেকশন সিস্টেম তৈরি করতে পারেনি। ব্যালেস্টিক মিসাইল ডিফেন্সের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা হয়েছে, এই পর্যন্তই। তাই এখনও আমাদের মূল ভরসা রাশিয়ার থেকে কেনা এস-৪০০। তো এখন এস-৪০০-র থেকেও বেশি শক্তিশালী ও আলাদা প্রযুক্তির ডিফেন্স সিস্টেম তৈরির কাজে হাত দিয়েছে ডিআরডিও।"

# রেলকর্মীদের ৭৮ দিনের উৎপাদন ভিত্তিক বোনাসের অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার

**নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন :** রেলকর্মীদের ৭৮ দিনের উৎপাদন ভিত্তিক বোনাস দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে রেল কর্মীদের ভালো কাজের স্বীকৃতিতে এই উৎপাদন ভিত্তিক বোনাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রায় ১১ লক্ষ ৭২ হাজার রেলকর্মী এই বোনাস পাবেন। এইজন্য খরচ হবে ২০২৮.৫৭ কোটি টাকা। বোনাস পাবেন রেলের নন গেজেটেড বিভিন্ন স্তরের কর্মী। এদের মধ্যে রয়েছেন রেল ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণকারী, লোকো পাইলট, ট্রেন ম্যানেজার (গার্ড), স্টেশন মাস্টার, সুপারভাইজার, কারিগরি কর্মী, কারিগরি সাহায্যকারী, পয়েন্টসম্যান এবং গ্রুপ-সি গ্রেডের বিভিন্ন কর্মী। রেলের কাজের উন্নতিতে রেলকর্মীদের অনুপ্রেরণা দিতে প্রতি বছর দুর্গাপুজো তথা দশেরার ছুটির আগে এই উৎপাদন ভিত্তিক বোনাস দেওয়া হয়। ৭৮ দিনের এই উৎপাদন ভিত্তিক বোনাস স্বরূপ রেলকর্মীরা সর্বোচ্চ ১৭,৯৫১ টাকা পাবেন। ২০২৩-২৪-এ রেলের কাজে সন্তোষজনক উন্নতি হয়েছে। রেল ১৫ কোটি ৮৮০ লক্ষ টন রেকর্ড পরিমান মাল সরবরাহ করেছে এবং ৬৭০ কোটি যাত্রী পরিবহন করেছে। সরকার রেলে মূলধনী খরচ বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিকাঠামো ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পরিচালনগত দক্ষতার ফলে রেলের এই রেকর্ড পরিমান সাফল্য এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

# সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

**-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-**

১৬৫৮ সালে অহোম রাজা জয়ধ্বজ সিংহ নিম্ন আসাম জয় করলে এই মন্দির সম্পর্কে তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। অহোম রাজারা শাক্ত বা শৈব ধর্মাবলম্বী হতেন। তারাই এই মন্দির সংস্কার এবং পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব নিতেন। রুদ্র সিংহ রাজত্বকালে ১৬৯৬ থেকে ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে বৃদ্ধবয়সে গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু প্রজা ব্রা ণের কাছে মাথা নত করতে পারবেন না বলে তিনি পশ্চিমবঙ্গে দূত পাঠালেন।

**ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# আদ্যাশক্তি

**মৃত্যুঞ্জয় সরদার**
(তৃতীয় পর্ব)

করেন। ঐতিহ্যগতভাবে দেবী দুর্গা বসন্ত তুতে পূজিত হতেন। কিন্তু যুদ্ধের কারণে রামচন্দ্র শরৎ তুতে দেবীর আশীর্বাদ জন্য প্রার্থনা করেন। যদিও শরৎকাল দেবুদেবীদের ঘুমের সময় বলেই জ্ঞাত। কারণ, এ সময় দিন ছোট ও রাত বড় হয় এবং রাত সাধারণত রাক্ষস জাতির পরিচায়ক বলে গণ্য করা হয়।প্রথা অনুযায়ী দেবী দুর্গার অষ্টমী বিহিত সন্ধিপূজায় ১০৮টি নীল পদ্মের প্রয়োজন হয়, কিন্তু অনেক চেষ্টার পরেও রামচন্দ্র শুধু ১০৭টি পদ্মের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। এ সময় নিরুপায় হয়ে তিনি ১০৮তম পদ্মস্বরূপ তাঁর নিজের চোখ উপড়ে নিতে উদ্যত হন। কথিত আছে যে পতিতপাবন রামের চোখকে নীল পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা হতো বলে তাঁর অপর নাম ছিল 'পদ্মলোচন'। যাহোক, মা দুর্গা রামের একনিষ্ঠতা দেখে খুশি হয়ে স্বয়ং রামের সামনে আবির্ভূত হন এবং দৈত্যরাজ রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত করার জন্য রামচন্দ্রকে আশীর্বাদ করেন। মা দুর্গার এই অসময়ে আবাহন বাংলায় 'অকালবোধন' হিসেবে পরিচিত হয়। তারপর থেকেই শরৎকালে দেবী দুর্গার পূজা প্রচলিত হয়। শরৎকালীন দুর্গাপূজা শারদোৎসব নামে পরিচিত হয় এবং সমস্ত বাঙালিঅধ্যুষিত অঞ্চলে বৃহদাকারে পালিত হয়। বসন্তকালীন দুর্গাপূজা বাসন্তী পূজা নামে পরিচিত, যা ঐতিহ্যগতভাবে মূল দুর্গাপূজা হলেও শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপনের উন্মাদনায় তা প্রায় হারিয়ে গেছে।

যাহোক, আর্যরীতির সঙ্গে বাঙালির

**ক্রমশঃ**

**(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)**

# প্রাক্তন আইপিএস তথা বিধায়ক হুমায়ূন কবিরের গলায় উৎসব বিমুখতার কথা

**বেবি চক্রবর্ত্তী:কলকাতা: নিউজ সারাদিন :** আর জি কর-কাণ্ডের আবহে মুখ্যমন্ত্রী উৎসবে ফেরার বার্তা দিয়েছেন। তার মধ্যেই এবার শাসক দলের বিধায়কের গলায় উৎসব বিমুখতা। প্রাক্তন আইপিএস অফিসার ও ডেবরার বিধায়ক হুমায়ন কবীরের কথায় অস্বস্তি বাড়ল তৃণমূলের। আর জি কর-কাণ্ডে চরম অস্বস্তিতে তৃণমূল সরকার। প্রাক্তন মন্ত্রী, প্রাক্তন আইপিএস অফিসার ও ডেবরার বিধায়ক হুমায়ন কবীরের কথায় অস্বস্তি আরও বাড়তে পারে। মুর্শিবাদের ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ন কবীর যখন মাঝেমাঝেই আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারদের হুমকি দিচ্ছেন, তখন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার হুমায়ুন কবীর কিন্তু একেবারেই তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে সহমত নন।আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসককে খুন-ধর্ষণের প্রতিবাদে উত্তাল কলকাতা, জেলা ও দেশ। বিদেশের মাটিতেও উঠেছে বিচার চেয়ে প্রতিবাদের ঢেউ। তার মধ্যেই সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর উৎসবে ফেরার বার্তা ঘিরে বিতর্কের ঝড় ওঠে। তিনি বলেন, '১ মাস তো হয়ে গেল। আজকে ৯ তারিখ। আমি অনুরোধ করব, পুজোতে ফিরে আসুন। উৎসবে ফিরে আসুন।' এই মন্তব্য নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। পক্ষ - বিপক্ষ যুক্তিতে সরগরম হয়ে ওঠে রাজনীতি থেকে নেটপাড়া। এরই মধ্যে তাঁরই দলের বিধায়ক বলছেন, 'ঠাকুর দেখতেও বেরোবে না এবার। আমার ছেলে ডাক্তার। একই বয়সী হয়তো, একটু আগে পাশ করে বেরিয়েছে। ওকে দেখলেই মেয়েটার কথা মনে পড়ে। সব সময় মনে পড়ছে। কোথায় এটা চিনচিন করে কষ্ট হয়। পুজোর সময় পাজামা পাঞ্জাবি কিনি। ধুতি পরি। এবার কিছুই কিনব না । ভালো লাগছে না একদম।' প্রাক্তন আইপিএস ও ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে লিখেছেন, 'তৃতীয় বর্ষের পুজোতে নেই তিলোত্তমা। দুই মায়ের চোখে জল, ভারাক্রান্ত মন। আনন্দ আর নতুন জামাকাপড় বাদ।' প্রাক্তন আইপিএস ও তৃণমূল বিধায়ক আরও বলেছেন, 'জনপ্রতিনিধি হিসেবে কার্ড পাঠাতে হয়। শুভেচ্ছা পাঠাতে হয়। ওগুলো হয়তো করব। কিন্তু ভেতর থেকে একটা কষ্ট আছে এবার। একদম ব্যক্তিগত কষ্ট। যখন ছেলেকে দেখি মেয়েটার কথা মনে পড়ে। ছেলে ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজে পড়ত।'

# কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০২০-২১ থেকে ২০২৫-২৬ পর্যন্ত বড় বন্দর এবং ডক লেবার বোর্ডের কর্মচারি শ্রমিকদের জন্য সংশোধিত উৎপাদনভিত্তিক পুরস্কার প্রকল্পের (পিএলআর) অনুমোদন দিয়েছে

**নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন :** প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ ২০২০-২১ থেকে ২০২৫-২৬ পর্যন্ত বড় বন্দর এবং ডক লেবার বোর্ডের কর্মচারি শ্রমিকদের জন্য সংশোধিত উৎপাদনভিত্তিক উৎসাহদান পুরস্কার (পিএলআর) প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। এর সুবাদে বড় বন্দর ও ডক লেবার বোর্ডের প্রায় ২০৭০৪ জন কর্মচারি ও শ্রমিক উপকৃত হবেন। এজন্য খরচ হবে প্রায় ২০০ কোটি টাকা। বন্দর, জাহাজ ও জলপথ মন্ত্রক এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে উৎপাদনভিত্তিক পুরস্কার প্রকল্পের অর্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ওয়েটেজের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বভারতীয় ফলাফলের বদলে বন্দর ভিত্তিক ফলাফলের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বোনাসের অঙ্ক স্থির করার সময় মাসিক ৭০০০ টাকা মজুরির যে সর্বোচ্চ সীমা রয়েছে, উৎপাদনভিত্তিক পুরস্কার নির্ধারণের সময়েও সেই সর্বোচ্চ সীমা নেওয়া হয়েছে। এই পুরস্কারের অঙ্ক গণনার সময় বন্দর ভিত্তিক ফলাফলের ওয়েটেজকে ৫০ থেকে বাড়িয়ে ৫৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৬০ শতাংশ করা হয়েছে। সর্বভারতীয় ফলাফলের ওয়েটেজ নামিয়ে আনা হচ্ছে ৪০ শতাংশে। অর্থাৎ বর্তমানে বন্দর ভিত্তিক ফলাফল এবং সর্বভারতীয় ফলাফলকে সমান ওয়েটেজ দেওয়ার যে প্রথা রয়েছে, সেই বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে। এরফলে দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বড় বন্দরগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়বে বলে আশা করা যায়।

# কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সুসংহত কৃষি ব্যবস্থাকে উৎসাহ দিতে জাতীয় কৃষি বিকাশ যোজনা (পিএম-আরকেভিওয়াই) এবং স্বনির্ভরতার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে কৃষোন্নতি যোজনা (কেওয়াই)-কে অনুমোদন দিয়েছে

**নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন :** প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ কৃষি এবং কৃষক কল্যাণে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকুল্যে চলতি সব প্রকল্পগুলিকে অনুমোদন দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় কৃষি বিকাশ যোজনা এবং কৃষোন্নতি যোজনা এই দুটি আম্ব্রেলা প্রকল্পকে মঞ্জুর করা হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা ও খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় কৃষি বিকাশ যোজনা (পিএম-আরকেভিওয়াই) এবং কৃষোন্নতি যোজনা (কেওয়াই)-কে মোট প্রস্তাবিত ১ লক্ষ ১ হাজার ৩২১.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত করা হবে। রাজ্য সরকারের মাধ্যমে এই প্রকল্পগুলি রূপায়িত হবে।

চলতি সব প্রকল্পগুলিই অব্যাহত থাকবে। কৃষক উন্নয়নে কোথাও কোনো ফাঁক থাকলে তা ভরাট করতে এই প্রকল্পগুলি ব্যবহার করা হবে। ভোজ্য তেল, পাম তেল-এর জন্য যে জাতীয় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলিও মিশন মোডে বাস্তবায়িত হবে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য জৈব কৃষি মিশন ভ্যালু চেইন ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প কেওয়াই-এর আওতায় রূপায়িত হবে। এর ফলে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যগুলিকে কৃষি ক্ষেত্রের জন্য একটি সুসংহত কৌশলগত প্রস্তাবনা তৈরির সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এই প্রস্তাবনা কেবলমাত্র শস্যের উৎপাদন বাড়াবে তাই নয়, পরিবেশ বান্ধব কৃষিকাজে সহায়ক হবে। যেসব কারণে এই প্রকল্পগুলি গ্রহণ করা হয়েছে:

নকল পরিহার করে রাজ্যগুলিকে সহজে কাজ করার সুবিধা প্রদান করতে। কৃষি ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়-পুষ্টি নিরাপত্তা, সুসংহত ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যার মতো বিষয়গুলি মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।

রাজ্য সরকারগুলি কৃষি ক্ষেত্রে তাদের চাহিদা পূরণে সুসংহত কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণে সক্ষম হবে।

রাজ্যগুলির বার্ষিক কার্যকারিতা পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হবে। পৃথকভাবে বিভিন্ন প্রকল্পগুলি অনুমোদন করা যাবে।

পিএমআরকেভিওয়াই-তে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, রাজ্য সরকারগুলি তাদের সুবিধা মতো এক খাত থেকে অন্য খাতে তহবিল স্থানান্তর করতে পারবে। প্রস্তাবিত মোট ব্যয় ১ লক্ষ ১ হাজার ৩২১.৬১ কোটির মধ্যে কেন্দ্রের অংশ ৬৯,০৮৮.৯৮ কোটি টাকা এবং রাজ্যগুলির অংশ হল, ৩২,২৩২.৬৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে আরকেভিওয়াই-এর জন্য ৫৭,০৭৪.৭২ কোটি টাকা এবং কেওআই-এর জন্য ৪৪,২৪৬.৮৯ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। পিএমআরকেভিওয়াই প্রকল্পের মধ্যে যে যে বিষয়গুলি রয়েছে সেগুলি হল:

মাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

বন্যা পীড়িত এলাকার উন্নয়ন

কৃষি বনাঞ্চল

চিরাচরিত কৃষি বিকাশ যোজনা

শস্যের অবশিষ্টাংশের ব্যবস্থাপনা প্রতি ফোঁটায় আরও শস্য

শস্য বৈচিত্রকরণ কর্মসূচি

আরকেভিওয়াইডিপিআর ব্যবস্থাপনা

কৃষি ক্ষেত্রে স্টার্টআপগুলির জন্য তহবিল বৃদ্ধি

# সিনেমার খবর

## সেরা শাহরুখ-রানি, আইফায় বাজিমাত করলেন আরও যারা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়ান ফিল্ম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের (আইফা) এবারের আসর বসেছিল। ২৭ সেপ্টেম্বর শুরু হয় দুই দিনের এই আয়োজন। গত রাতে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

এবারের আসরে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন শাহরুখ খান। গত বছর তার মুক্তি পাওয়া আলোচিত সিনেমা 'জওয়ান'-এর জন্য এ পুরস্কার পেলেন তিনি।

আর সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন রানী মুখার্জি। 'মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে' সিনেমায় অভিনয়ের জন্য এ পুরস্কার পেলেন তিনি।

এ বছর বিশেষ সম্মান পেয়েছেন বলিউডের 'ড্রিম গার্ল' হেমা মালিনী। তাকে ও প্রযোজক পরিবেশক জয়ন্তীলাল গাদাকে ভারতীয় সিনেমায় অবদানের জন্য এই সম্মান দেওয়া হয়েছে।

সিনেমা জগতে ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ায় সম্মানিত করা হয়েছে করণ জোহরকে। শাহরুখ ও ভিকির পাশাপাশি তিনিও এবারের ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়ান ফিল্ম অ্যাকাডেমির (আইফা) পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেছেন।

এছাড়া মঞ্চে পারফর্ম করলেন কৃতি স্যানন, নোরা ফাতেহি, শাহিদ কাপুররা। তবে সেখানেও বাজিমাত করলেন কিংবন্তি রেখা।

এক নজরে এ বছর পুরস্কার পেলেন যারা :

সেরা সিনেমা: অ্যানিমেল

সেরা অভিনেতা: শাহরুখ খান (জাওয়ান)

সেরা অভিনেত্রী: রানি মুখার্জি (মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে)

সেরা পরিচালক: বিধুবিনোদ চোপড়া (টুয়েলভথ ফেল)

সেরা সহ-অভিনেতা- অনিল কাপুর (অ্যানিমেল)

সেরা সহ-অভিনেত্রী - শাবানা আজমি (রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি)

সেরা খলনায়ক - ববি দেওল (অ্যানিমেল)

সেরা গল্প - রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি

সেরা গল্প (অ্যাডাপ্টেড) - টুয়েলভথ ফেল

সেরা সংগীত পরিচালনা - অ্যানিমেল

সেরা সংগীতশিল্পী (পুরুষ) - ভূপিন্দর বাব্বাল (অর্জন ভেল্লি, অ্যানিমেল)

সেরা সংগীতশিল্পী (মহিলা) - শিল্পা রাও (ছলেয়া, জওয়ান)

সেরা গীতিকার - সিদ্ধার্থ-গরিমা (সতরঙ্গা, অ্যানিমেল)

## শুটিং শুরুর পরও 'টাইটানিক' করতে চাননি কেট

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন হলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় সিনেমা 'টাইটানিক'। ১৯৯৭ সালে মুক্তি প্রাপ্ত এই সিনেমায় নায়কের চরিত্রে ছিলেন লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও এবং নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কেট উইন্সলেট।

সিনেমাতে এই জুটির প্রেমের গল্প আজও দর্শক মনে গেঁথে রয়েছে। কিন্তু এত সফল একটি সিনেমার শুটিং চলাকালীন সময়ে সরে যেতে চেয়েছিলেন নায়িকা কেট।

লসঅ্যাঞ্জেলস টাইমসকে দেওয়া পুরোনো এক সাক্ষাতকারে কেট জানান, 'টাইটানিক'র শুটিং চলাকালীন প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আক্রান্ত ছিলেন তিনি। সেই অবস্থায় শুটিংয়ে তাকে দীর্ঘ সময় পানিতে ডুবে থাকতে হয়েছিল। যার ফলে তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জায় ও নিউমোনিয়ার মত রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। যা তাকে জীবন-মৃত্যুর সন্নিকটে নিয়ে গিয়েছিল!

সাক্ষাৎকারে তিনি আরও জানান, শুটিং সেটে কেটকে একটি ওয়েটস্যুটও পরতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি সেটি পরতে অস্বীকৃতি জানান এবং সিনেমা ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে নির্মাতা জেমস ক্যামেরন তাকে কনভেন্স করেন, যেন সিনেমাটি ছেড়ে না যান!

'টাইটানিক' সিনেমাটি পৃথিবীর সবচেয়ে সফল চলচ্চিত্রগুলোর একটি। এই সিনেমাটি প্রযোজনা করেছিল টুয়েন্টিথ সেঞ্চুরি ফক্স এবং পরিচালনা করেছিল জেমস ক্যামেরন। এটি প্রথম সিনেমা যা বক্স অফিসে ১ বিলিয়নের মাইলফলক অতিক্রম করেছিল।

## প্রিয়াঙ্কার বাড়িতে ইনকাম ট্যাক্সের হানা, দরজা খোলেন শহিদ!

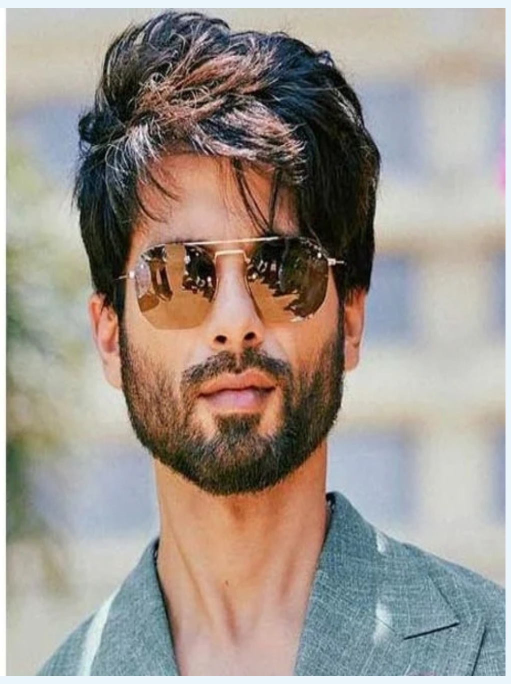

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : শহিদ কপূর এবং প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার সম্পর্ক নিয়ে এক সময় সরগরম ছিল মায়ানগরী। অল্প সময়ের জন্য তারা কাছাকাছি এসেছিলেন, এমন কানাঘুষো শোনা গিয়েছিল। প্রিয়াঙ্কা অবশ্য তাদের সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করেননি। শোনা যায়, 'কামিনে' ছবিটি করার সময় থেকেই শহিদ-প্রিয়াঙ্কার সম্পর্কের সূত্রপাত। ২০১১ সালে প্রিয়ঙ্কার বাড়িতে ইনকাম ট্যাক্স বিভাগ হানা দেয়। সেই সময় প্রিয়াঙ্কার বাড়িতে অভিনেত্রী একা ছিলেন না, নাইট ড্রেসে দেখা গিয়েছিল শহিদকেও। কিন্তু তিনি এমন সময়ে কী ভাবে তার বাড়িতে হাজির ছিলেন, তা নিয়ে নানা জল্পনা রয়েছে। তবে 'আপ কি আদালত' অনুষ্ঠানে এসে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন প্রিয়াঙ্কা।

'আপ কি আদালত' অনুষ্ঠানে এসে প্রিয়ঙ্কা জানিয়েছিলেন, শহিদ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। শাহরুখ খানের সঙ্গে তার অভিনীত এক ছবির সেটেও হাজির হয়ে ছিলেন শহিদ। পাশাপাশি এ-ও জানান, তার বাড়িতে যখন ইনকাম ট্যাক্সে বিভাগ হানা দেয়, সেই সময় শহিদকে ফোন করে ডাকেন তিনি। কারণ, শহিদ ও প্রিয়াঙ্কা একই এলাকায় থাকতেন। মাত্র তিন মিনিটের দূরত্ব। সে দিন প্রিয়াঙ্কার মা সঙ্গে না থাকায় বাধ্য হয়ে শহিদকেই ডাকেন তিনি।

প্রিয়াঙ্কা বলেন, যে সময় ওরা আসেন, শহিদ আমার ফ্ল্যাটেই ছিল। বাড়িতে মা ছিল না। ওকে ফোন করতেই চলে আসে এবং আয়কর কর্মকর্তারাও ওকে সেখানে থাকার অনুমতি দেন।

এ ঘটনার কিছুদিন পরই শাহরুখের সঙ্গে নাম জড়ায় 'দেশি গার্ল'-এর। সে কথা গৌরী খানের কানে যেতে তিনিই নাকি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। শাহরুখ এর পর আর প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে কোনো ছবিতে কাজ করেননি। বর্তমানে প্রিয়াঙ্কা সংসার পেতেছেন ক্যালিফোর্নিয়ায়। ২০১৮ সালে আমেরিকান গায়ক-অভিনেতা নিক জোনাসকে বিয়ে করে দাম্পত্যজীবন যাপন করছেন। কোলে এসেছে কন্যা মালতী। অন্য দিকে, শহিদ কপূর ২০১৫ সাল থেকে মীরা রাজপুতের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে রয়েছেন। তাদেরও দুই সন্তান নিয়ে সুখের সংসার।

## 'ভুল ভুলাইয়া ৩'র টিজারের ভয়ংকর রূপে বিদ্যা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : 'শাকচুন্নি' বলে চিৎকার আর বাংলায় গালাগালি দিয়ে 'ভুল ভুলাইয়া ৩'র ঝলক শুরু হয়েছে। কেবল ক শুনেই ভক্তরা বুঝে গেছেন, মঞ্জুলিকা রূপে ফিরে এসেছেন হিন্দি সিনেমার অভিনেত্রী বিদ্যা বালান। ফের 'রুহ বাবা' হয়ে ধরা দিতে চলেছেন কার্তিক আরিয়ান, সঙ্গে থাকছেন অভিনেত্রী তৃপ্তি দিমরি এবং ক্যামিও চরিত্রে মাধুরী দীক্ষিত। 'ভুল ভুলাইয়া ৩'র টিজারেও শোনা গেছে 'আমি যে তোমার' গানটি আছে এই ফ্যাঞ্চাইজির আলোচিত 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' গানটিও।

'ভুল ভুলাইয়া ৩' তৈরি হয়েছে কলকাতার পটভূমিতে। সিনেমার বড় অংশের দৃশ্যধারণও হয়েছে এই রাজ্যে। ধারণা করা হচ্ছে আগের দুই কিস্তির মত এবারও সাফল্য ধরে রাখতে পারবে আনিস বাজমির এই সিনেমাটি। চলতি বছরের দীপাবলিতে প্রেক্ষাগৃহে 'ভুল ভুলাইয়া ৩' মুক্তির কথা রয়েছে।

## প্রিয় তারকার 'ডাক নাম'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড তারকাদের আসল নাম একেকটা ব্র্যান্ড। কিন্তু তাদের ডাক নাম শুনলে প্রথমে একটু হাস্যকর মনে হতে পারে। মনে হতে পারে এত বড় তারকা আর এদের ডাক নাম এমন কেন? তবে এই হাস্যকর ডাক নামেই এই তারকাদের ডাকেন তাদের পরিবার পরিজন ও কাছের বন্ধুরা। জেনে নিন আপনার পরিচিত বলি তারকাদের মজার ডাকনাম

### মাধুরী দীক্ষিত

যার হাসিতে পাগল সবাই। যার অভিনয় এখন মু করে সবাইকে। সেই অভিনেত্রীর ডাক নাম নাকি 'বাবলি'। কিছুটা হাস্যকর হলেও এই নামেই যে তাকে তার পরিজনরা ডাকে।

### ঐশ্বরিয়া রায় বচ্চন

বিশ্বসুন্দরী এই অভিনেত্রী। সঙ্গে একজন সফল মানুষ হিসেবেও পরিচিতি রয়েছে। জীবনে সবকিছুই যে পেয়েছেন এই অভিনেত্রী। যাকে সারা বিশ্ব চেনে তাকে তার আপনজনরা ডাকে 'গুল্লু' নামে। এই নামই হচ্ছে ঐশ্বরিয়া রায় বচ্চনের ডাক নাম।

### হৃত্বিক রোশন

'কহো না পেয়ার হ্যা' ছবি দিয়ে বলিউড অভিষেক করেছিলেন এই হার্টথ্রম্নব অভিনেতা। হৃত্বিক নামেই সবাই চিনে তাকে। কিন্তু তার ডাক নাম 'ডুগগু'। আর এই নামে অবশ্য আপনজনরাই ডাকে।

### কারিনা কাপুর খান

কারিনার ডাক নাম অবশ্য বিটাউনের সবাই জানে। এবং এই নামেই সবাই ডাকে তাকে। তার ডাক নাম হচ্ছে 'বেবো'।

### আনুশকা শর্মা

'রাব নে বানা দে জুরি' ছবি দিয়ে বি টাউনে পা রেখেছিলেন এই অভিনেত্রী। সেখানে 'তানি' চরিত্রে অভিনয় করে মন কেড়েছিলেন অনেকেরই। কিন্তু বাস্তবে এই অভিনেত্রীর ডাক নাম হচ্ছে 'নুশি'।

### শহীদ কাপুর

'শাশা' যে এখন অনেক বড় তারকা। কদিন আগেই আবার বসেছেন বিয়ের পিঁড়িতে। সেই ছো শাশা এখন বড় হয়ে গেছে। নামটা ব্যতিক্রম, তারপরও 'শাশা' হচ্ছে শহীদ কাপুরের ডাক নাম।

### বরুণ ধাওয়ান

'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার' ছবি দিয়ে বলিউডে যাত্রা শুরু করেন বরুণ। আর বরুণ এখন তরুণীদের স্বপ্নের নায়ক। তবে এই স্বপ্নের নায়কের ডাক নাম 'পা ু'। এখন থেকে তরুণীরা আদর করে পা ু নামেও ডাকতে পারেন।

### সোনম কাপুর

বলিউডে যত জন লম্বা নায়িকা আছে তার মধ্যে একজন সোনম। সম্ভবত বেশি লম্বা হওয়ার কারণেই তার ডাক নাম 'জিরাফ'। না কোনো চিড়িয়াখানায় তিনি ছিলেন না। তার আপনজনরা তাকে আদর করে জিরাফ নামেই ডাকে।

### আলিয়া ভাট

বলিউডে তাকে খুব মিষ্টি মেয়ে হিসেবেই চেনে। কিন্তু এই মিষ্টি মেয়ের ডাক নাম হচ্ছে 'আলু'। নামটা হাস্যকর, তবে ছোটবেলায় আলুর মতোই মানে দেখতে মোটা ছিলেন, তাই মনে হয় নামটা 'আলু' হয়ে গেছে।

### শ্রদ্ধা কাপুর

'আশিকি ২'-এর এই অভিনেত্রীকে তার আপনজনরা ডাকেন 'চিরকুট' নামে। এই চিরকুট এখন বলিউড দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন।

# মেসি ম্যাজিকে রেকর্ডের সামনে মিয়ামি

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** মেসি ম্যাজিকে রেকর্ড গড়ার পথে নিজেদের আরো এগিয়ে নিলো ইন্টার মিয়ামি। বাংলাদেশ সময় রোববার সকালে লিওনেল মেসির গোলেই শার্লট এফসির বিপক্ষে হার এড়িয়েছে ডেভিড বেকহ্যামের দল। মেসির গোলে ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র করেছে ইন্টার মিয়ামি। মেজর লিগ সকারে আরও একবার জাদু দেখালেন লিওনেল মেসি। তার দারুণ গোলে ম্যাচ ড্র করে রেকর্ড গড়ার সম্ভাবনা জিইয়ে রাখল ইন্টার মিয়ামি। গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর ম্যাচের ৫৭ মিনিটে এগিয়ে যায় শার্লট। মিনিট দশেক পর বক্সের বাইরে থেকে শটে গোল করে সমতায় ফেরান মেসি। লিগে এবার ১৬ ম্যাচে মেসির গোল হলো ১৫টি। চোট কাটিয়ে ফেরার পর চার ম্যাচে গোল তিনটি।

ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত জিততে না পারলেও অপরাজেয় ধারা ধরে রাখল মিয়ামি। টানা পাঁচ জয়ের পর তারা ড্র করল পরের তিন ম্যাচে। এই ম্যাচের এক পয়েন্ট নিয়ে মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আছে তারা ৩১ ম্যাচে ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে। এবারের লিগে আর তিনটি ম্যাচ বাকি আছে মেসিদের। তিনটিতেই জিততে পারলে এক মৌসুমে সর্বোচ্চ পয়েন্টের রেকর্ড গড়বেন তারা। ২০২১ আসরে ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে রেকর্ডটি এখন নিউ ইংল্যান্ডের দখলে। মিয়ামির পরের ম্যাচ কলম্বাস ক্রুর সঙ্গে। ৩০ ম্যাচে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে আছে তারা। এই ম্যাচ জিতলেই ইস্টার্ন কনফারেন্সের শীর্ষে থাকা নিশ্চিত হয়ে যাবে মেসিদের।

এদিকে, লা লিগায় এবারের মৌসুমে প্রথম হারের স্বাদ পেলো মেসির সাবেক ক্লাব বার্সেলোনা। শনিবার লা লিগার ম্যাচে ওসাসুনার কাছে ৪-২ গোলে হেরেছে কাতালানরা। প্রথমার্ধের পুরোটায় নিষ্প্রভ ছিলো বার্সেলোনা। নিজেদের আঙিনায় উজ্জীবিত পারফরম্যান্সে ১০ মিনিটের মধ্যে দুবার জালের দেখা পায় ওসাসুনা। বিরতির পর ঘুরে দাঁড়ানোর আভাস দিলেও পারেনি হান্সি ফ্লিকের দল। থেমে গেল লিগে তাদের শতভাগ জয়ের ধারা। প্রথমার্ধে আন্তে বুদিমির ও ব্রায়ান জারাগোসার গোলে ওসাসুনা এগিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান কমান পাউ ভিক্টর। পরে পেনাল্টি থেকে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন বুদিমির। শেষ দিকে ওসাসুনার হয়ে ব্যবধান আরও বাড়ান আবেল ব্রেতোনেস। পরে অবশ্য বার্সেলোনার হয়ে পরাজয়ের ব্যবধান কমিয়েছে লামিনে ইয়ামাল।

আসরে প্রথম সাত ম্যাচেই জয়ের পর প্রথম হারের তেতো স্বাদ পেল বার্সেলোনা। এই আট ম্যাচে প্রথমবার কোনোটিতে তারা একাধিক গোল হজম করল। এই নিয়ে তৃতীয়বার বার্সেলোনার বিপক্ষে ম্যাচে অন্তত চার গোল করল ওসাসুনা। আগের দুবার ছিল ১৯৩৬ সালের জুনে স্প্যানিশ কাপে এবং ১৯৮৪ সালের জানুয়ারিতে লা লিগায়। ম্যাচ হারলেও ৮ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই আছে বার্সেলোনা। এক ম্যাচ কম খেলে রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট ১৭।

# শেষ মুহূর্তে গোল হজম করে 'প্রতিশোধ' নেওয়া হলো না রিয়ালের

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** গত মৌসুমে অপ্রতিরোধ্য ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। দাপটের সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, লা লিগা জিতেছে তারা। কিন্তু নগর প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদের সঙ্গে পেরে ওঠেনি রিয়াল মাদ্রিদ। লিগে দু'বারের মোকাবিলায় দু'বারই দিয়েগো সিমিওনির দলের কাছে হেরেছিল তারা।সেই হারের মধুর প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ এসেছিল লস ব্লাংকোসদের সামনে।তবে শেষ সময়ে গোল হজমে তা আর হয়নি।

মৌসুমের প্রথম মাদ্রিদ ডার্বিতে অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে জয় থেকে সামান্য দূরত্বে অবস্থান করছিল রিয়াল মাদ্রিদ। তবে দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ে জালে বল পাঠিয়ে রিয়ালের জয় রুখে দিয়েছে অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদ। ফলে শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট ভাগাভাগি মাঠ ছাড়তে হয় কার্লো আনচেলত্তির দলকে।

রোববার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ড্র হয়েছে ১-১ গোলে। পুরো ম্যাচজুড়েই আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ থাকলেও গোলের দেখা মেলেনি প্রথমার্ধে। বিরতির পর এদের মিলিতাওয়ের গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল মাদ্রিদ। আর শেষ মুহূর্তে স্বাগতিকদের হয়ে গোলটি করেছেন আনহেল কোররেয়া। দুই নগর প্রতিদন্দী পয়েন্ট হারানোয় লাভ হয়ে মূলত শিরোপার মিশনে থাকা বার্সালোনার।

এদিকে, দ্বিতীয়ার্ধে মিলিতাওয়ের গোলের পর রিয়ালের গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়াকে লক্ষ্য করে আতলেতিকোর সমর্থকদের নানা জিনিস ছুড়ে মারায় ঘটনায় খেলা বন্ধ ছিল প্রায় ২০ মিনিট। টিভি ক্যামেরায় দেখা যায়, একটি সাদা ব্যাগে করেও কিছু একটা ছুড়ে মারা হয়েছিল কোর্তোয়ার উদ্দেশ্যে। ঘোষণা আসে, ১০ মিনিটের জন্য স্থগিত করা হয়েছে খেলা।

তবে মিনিট বিশেক পর পর আবার খেলা শুরু হলেও ব্যবধান দ্বিগুণ করতে পারেনি রিয়াল। ৭৩তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে ভিনিসিউসের বাঁ পায়ের জোরাল শট কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন ওবলাক। ৮২তম মিনিটে সুযোগ পায় আতলেতিকো। বক্সে দুজনের বাধা এড়িয়ে সামুয়েল লিনোর নেয়া শটে একহাতে ক্রসবারের ওপর দিয়ে বল পাঠান কোর্তোয়া। ম্যাচের ৮৭তম মিনিটে ভিনিসিউসের বদলি নামানো হয় আরেক ব্রাজিলিয়ান এন্দ্রিককে। এর আগে-পরে মদ্রিচ ও রদ্রিগোকেও তুলে নেন আনচেলত্তি। ৮৯তম মিনিটে অনেকটা দূর থেকে করা এন্দ্রিকের জোরালো শট লক্ষ্য ষ্ট হয়।

তবে নির্ধারিত ৯০ মিনিট শেষে আট মিনিট যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে রিয়ালের জালে বল পাঠায় আতলেতিকো। বাঁ দিক থেকে বক্সে পাস দেন হাভি গালান। ছুটে গিয়ে এগিয়ে আসা কোর্তোয়াকে ডজ দেন কোররেয়া। তার পেছনে লেগে ছিলেন মিলিতাও। রিয়াল ডিফেন্ডারের বাধা সামলে বল জালে পাঠান আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড।

রেফারি শুরুতে হ্যান্ডবলের জন্য গোল দেননি। তবে ভিএআরের সাহায্যে গোলের বাঁশি বাজান তিনি। হ্যান্ডবল হয়নি, অফসাইডেও ছিলেন না কোররেয়া। আর শেষ সময়ে ফান গার্সিয়াকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন আতলেতিকোর মিডফিল্ডার মার্কোস ইয়োরেন্তে।

এই ড্রয়ের পর ৮ ম্যাচে ৫ জয় ও ৩ ড্রয়ে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে রিয়াল। ৪টি করে জয় ও ড্রয়ে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আতলেতিকো। আর ২১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা।

# ফের্নান্দেস দেখলেন লাল কার্ড, টটেনহ্যামে ধরাশায়ী ইউনাইটেড

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** এরিক টেন হেগ যুগে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিবর্ণতা আর ছন্দপতন যেন শেষই হচ্ছেনা।রক্ষণে দুর্বলতা মাঝমাঠে নেই নিয়ন্ত্রণ,আক্রমণভাগ ধারহীন-রেড ডেভিলসদের প্রিমিয়ার লীগের গত কয়েক মৌসুমের গল্পটা ঘুরেফিরে একই রকম।গতকাল টটেনহ্যামের বিপক্ষে সেই 'চেনা' রুপেই দেখা গেল র‍্যাশফোর্ডদের। ফলাফল?আরও একটি লজ্জার হার।বাড়তি হতাশা হিসেবে যোগ ব্রুনো ফের্নান্দেসের লাল কার্ড।

রবিবার ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে বিবর্ণ ইউনাইটেডকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছে টটেনহ্যাম।ব্রেনান জনসন সফরকারীদের এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন দেইয়ান কুলুসেভস্কি। তাদের তৃতীয় গোলটি করেন ডমিনিক সোলাঙ্কি।

ঘরের মাঠে শুরুতেই আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা করে ম্যানইউ। তবে অসাধারণ এক পাল্টা আক্রমণে উল্টো গোল পেয়ে যায় টটেনহ্যাম। ম্যাচের তৃতীয় মিনিটে প্রতিপক্ষের সীমানায় মার্কাস রাশফোর্ড বল হারিয়ে ফেললে পাল্টা আক্রমণ শাণান মিকি ফন দে ফেন। দারুণ ক্ষীপ্রতায় ছুটে বক্সের বাইরে প্রতিপক্ষের তিন জনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে, ভেতরে ঢুকে বাইলাইন থেকে দূরের পোস্টে পাস দেন এই ডাচ ডিফেন্ডার। আর বিনা বাধায় ছুটে গিয়ে অনায়াসে ফাঁকা জালে বল জড়ান ব্রেনান জনসন।

২০ মিনিটে লিড দ্বিগুণ করার মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া হয় টটেনহ্যামের। পরিষ্কার সুযোগ পেয়ে কাজে লাগাতে পারেননি জনসন। বক্সের মুখ থেকে তার নিচু কোনাকুনি শট দূরের পোস্টে লেগে ফেরে। ৩৩ মিনিটে আবারও ব্যবধান বাড়ানোর সম্ভাবনা জাগায় টটেনহ্যাম। এবার ক্রিস্টিয়ান রোমেরোর ওভারহেড কিক একটুর জন্যলক্ষ্য ষ্টহয়।

বিরতির আগে বড় ধাক্কা খায় ইউনাইটেড।ইউনাইটেড ক্যাপ্টেন ব্রুনো লাল কার্ড দেখেন ম্যাচের ৪২ মিনিটে। যদিও এ নিয়ে আছে বিতর্ক।মাঝমাঠে জেমস ম্যাডিসনকে চ্যালেঞ্জ জানাতে গিয়ে ফার্নান্দেজ নিজেই পা পিছলে পড়ে যান। এই সুযোগে ম্যাডিসনকে বল নিয়ে এগিয়ে যেতে দেখে করে বসেন ফাউল। রেফারি ক্রিস কাভানাঘ এক মুহূর্ত দেরি না করে পর্তুগিজকে তারকাকে সরাসরি লাল কার্ড দেখান। ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে সফরকারীরা।

বড় ধাক্কা খাওয়ার পর ম্যাচের পরিকল্পনা পাল্টাতে বাধ্য হন ইউনাইটেড কোচ টেন হাগ। বিরতির আগমুহূর্তে কোবি মাইনুর পরিবর্তে ম্যাসন মাউন্ট ও দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই জোশুয়া জির্কজির জায়গায় ক্যাসেমিরোকে নামান। যদিও তাতে কোন লাভ হয়নি রেড ডেভিলদের। উল্টো ১০ জন নিয়ে মাঠে নেমে দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় মিনিটে আরেক গোল হজম করে ইউনাইটেড। মাঝমাঠ থেকে দারুণ গতিতে বল পায়ে ছুটে বক্সে ঢুকে বাঁ দিকে পাস বাড়ান জনসন, মাটাইস ডি লিখটের পায়ে লেগে বল একটু ওপরে উঠে যায়। আর আলতো এক ভলিতে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন কুলুসেভস্কি। ম্যাচের ৭৮তম মিনিটে স্কোরলাইন ৩-০ করে জয় প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেন সোলাঙ্কি। সতীর্থের কর্নারে মাতার সারের লাফিয়ে নেয়া হেডে বল প্রায় লক্ষ্যেই ছিল, জটলার মাঝ থেকে পা বাড়িয়ে হালকা স্পর্শে সেটাকে নিশ্চিত করে দেন ইংলিশ ফরোয়ার্ড। এ হারে ৭ পয়েন্টে আটকে থেকে ১২ নম্বরে নেমে গেল ইউনাইটেড। ১০ পয়েন্ট নিয়ে টটেনহাম উঠে এল আটে। ১৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল। সমান ১৪ পয়েন্ট নিয়ে পরের দুটি স্থানে যথাক্রমে ম্যানচেস্টার সিটি ও আর্সেনাল।

# নতুন কোচ কার্স্টেনের কথা উড়িয়ে দিলেন শাহিন আফিদি

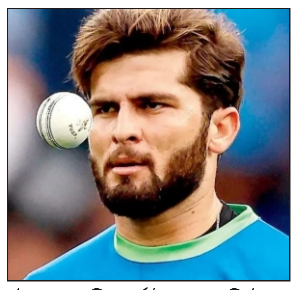

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** পাকিস্তানের সাদা বলের কোচ গ্যারি কার্স্টেন বলেছিলেন শাহিন আফিদিকে বিশ্রাম দিয়ে খেলাতে হবে। তার উপর বেশি চাপ পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু শাহিন নিজে তা মানতে চাইলেন না। ঘুরিয়ে কোচকেই কথা শুনিয়ে দিলেন পাক পেসার।

২০১১ সালে কার্স্টেনের প্রশিক্ষণেই বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। সেই কোচ এখন পাকিস্তানের দায়িত্ব নিয়েছেন। শাহিন সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, পাক পেসারের উপর চাপ পড়ে যাচ্ছে। শাহিন বলেন, আমি নাকি প্রচুর বল করছি। টেস্টে বিশ্বের সব বোলারের থেকে নাকি বেশি বল করছি। যদি অতীতের দিকে তাকাই তা হলে ওয়াকার ইউনিস, ওয়াসিম আক্রমদের সময় কী হত? ওদের উপর বেশি ম্যাচ খেলার চাপ পড়ত না?

শাহিন মনে করেন না চাপ পড়ছে বলে। তিনি বলেন, গত এক বছরে এই অতিরিক্ত চাপ নিয়ে কথা হচ্ছে। জানি না কেন এত বেশি আলোচনা হচ্ছে এটা নিয়ে। আমরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি এটাতে। আমার মনে হয় এগুলো প্রতিটা ক্রিকেটারের নিজস্ব ব্যাপার। তারা কী ভাবে খেলছে সেটার উপর নির্ভর করে এই চাপ। মানসিক ভাবে ফিট হতে হবে। সমস্যা এলে সেটার মোকাবিলা করতে হবে।

কার্স্টেন যদিও শাহিনের বেশি বল করা নিয়ে চিন্তায় ছিলেন। এক সপ্তাহ আগে তিনি বলেছিলেন, আমি খবর পেলাম গত ১৮ মাসে বিশ্বের বাকি সব বোলারের তিন গুণ বেশি বল করেছে শাহিন। এটা খুবই উদ্বেগের। ওকে এখন বিশ্রাম দেয়া উচিত ছিল। বোর্ডকে এই বিষয়টা ভাবতে হবে। প্রধান বোলারকে কোন সিরিজে খেলানো উচিত সেটা দেখতে হবে। এই প্রতিযোগিতায় শাহিনকে বিশ্রাম দিলেও কোনো সমস্যা হত না।

তথ্য দিতে গিয়ে অবশ্য একটু ভুল করে ফেলেছেন কার্স্টেন। গত ১৮ মাসে সবচেয়ে বেশি বল করেছেন অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্ক। ২০২৩ সালের মার্চ মাস থেকে তিনি ৫৩১.৩ ওভার বল করেছেন। শাহিন করেছেন ৪৫৫.১ ওভার। দ্বিতীয় স্থানে তিনি। এই ১৮ মাসে অবশ্য সবচেয়ে বেশি ৯৬টি উইকেট নিয়েছেন শাহিন। যদিও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও তার পরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ফর্মে দেখা যায়নি তাকে। সেটাই চিন্তা বাড়াচ্ছে কার্স্টেনের।

# চমক রেখে ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দল ঘোষণা বিসিবির

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** ভারতের বিপক্ষে তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ঘোষিত এই স্কোয়াডে প্রায় ১৪ মাস পর মেহেদী হাসান মিরাজ ফিরেছেন। সর্বশেষ গত বছরের জুলাইয়ে টি-টোয়েন্টি খেলেন ২৬ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার। ১৫ সদস্যের দলে ২০২০ সালে অনূর্ধ্ব১৯ বিশ্বকাপজয়ী দলের দুই সদস্য ওপেনার পারভেজ হোসেন ও রাকিবুল হাসানকে রাখা হয়েছে।

তরুণ বাঁ-হাতি স্পিনার রাকিবুল হাসান-ও ডাক পেয়েছেন। তবে বাদ পড়েছেন সৌম্য সরকার।

কানপুর টেস্টের পরই টি-টোয়েন্টি সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার মুখোমুখি হবে টাইগাররা। আগামী ৬ অক্টোবর গোয়ালিয়রে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এ ছাড়া ৯ অক্টোবর দিল্লিতে এবং ১২ অক্টোবর হায়দরাবাদে বাকি ম্যাচ দুটি হবে।

ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশ দল: নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), লিটন কুমার দাস, পারভেজ হোসেন ইমন, তানজিদ হাসান তামিম, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ, শেখ মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, মুস্তাফিজুর রহমান, শরিফুল ইসলাম, তানজিম হাসান সাকিব, রাকিবুল হাসান, মেহেদী হাসান মিরাজ।

# ম্যারাডোনার দেহাবশেষ স্থানান্তরে বাধা নেই

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি দিয়েগো ম্যারাডোনার দেহাবশেষ কবরস্থান থেকে সরানোর অনুমতি দিয়েছেন দেশটির একটি আদালত। মঙ্গলবার (১ অক্টোবর) আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস আয়ার্সের কেন্দ্রস্থলে সমাধিস্তম্ভ বানিয়ে তার দেহাবশেষ সেখানে স্থানান্তর করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ম্যারাডোনার কন্যাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের পর ২০২০ নভেম্বরে ৬০ বছর বয়সে মারা যান ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপজয়ী এই ফুটবলার। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বুয়েনস আয়ার্সে একটি বাসা ভাড়া করে ম্যারাডোনাকে সেখানে রাখা হয়েছিল। অস্ত্রোপচারের দুই সপ্তাহ পর ম্যারাডোনাকে তার বিছানায় মৃত পাওয়া যায়। হার্ট অ্যাটাকে মারা যান তিনি।

ম্যারাডোনার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে তার সন্তানেরা ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা একটি চিঠিতে তাদের বাবার দেহাবশেষ স্থানান্তরের অনুরোধ করেছিলেন। ম্যারাডোনার পাঁচ সন্তানের অনুরোধে কিংবদন্তির এস্টেটের দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা প্রশাসক সেবাস্তিয়ান বাগলিয়েত্তোর সই করা সেই চিঠিতে বলা হয়,'চিরকালীন বিশ্রামের একটি জায়গা, যেখানে মানুষ তাকে শ্রদ্ধা জানাতে আসবে, যারা প্রতিদিন বিভিন্নভাবে তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে।'

ম্যারাডোনার মেয়েরা অনুরোধ করেছিলেন, 'এম১০ মেমোরিয়াল' নামে একটি স্মৃতিস্তম্ভ বানিয়ে তাদের বাবার দেহাবশেষ যেন সেখানে স্থানান্তর করা হয়। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, যে আদালত কিংবদন্তি ম্যারাডোনার দেহাবশেষ স্থানান্তরের অনুমোদন দিয়েছেন। সেইসঙ্গে আদালত ম্যারাডোনার মৃত্যুর পেছনে তার চিকিৎসক দলের কোনো ধরনের অবহেলা ছিল কি না, সে বিষয়ে তদন্ত করছেন।

আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম বুয়েনস আয়ার্স টাইমস জানিয়েছে, সান ইসিদ্রোর তিন নম্বর ফৌজদারি আদালতে ম্যারাডোনার দেহাবশেষ স্থানান্তরের নির্দেশ দিয়েছেন। বুয়েনস এইরেসের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বেলা ভিস্তায় এখন সমাহিত আছেন ম্যারাডোনা। পুয়ের্তো মাদেরোয় সমাধিস্তম্ভ বানিয়ে সেখানে তার দেহাবশেষ স্থানান্তর করা হবে।

প্রস্তাবিত নতুন সমাধিস্তম্ভের বিষয়ে ম্যারাডোনার সন্তানদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, জায়গাটি তার 'বর্তমান সমাধির তুলনায় নিরাপদ এবং সব আর্জেন্টাইন ও বিশ্বের মানুষ তাকে শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন।'

স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR